দৈনিক খবর

তারিখ 12 MAR 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে আবার সন্ত্রাস

সন্ত্রাসী শক্তির অব্যাহত দাপটে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট চরমে উঠেছে। জামায়াতপন্থী ইসলামী ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসী তৎপরতায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর উচ্চ শিক্ষার পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। শিবিরের সন্ত্রাসী তৎপরতার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ আবারও ঘটেছে গত একুশে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠানমালাকে কেন্দ্র করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠনের (চাকসু) অনুষ্ঠান পন্ড করা ছাড়াও শিবিরের সশস্ত্র পান্ডারা ক্যাম্পাস দখল করে রেখে একুশের নামে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ এবং পাকিস্তানবাদী ভাবধারা প্রচারের অপপ্রয়াস পায়। এ ধরনের ঘটনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, শিবিরের সন্ত্রাসী পান্ডারা পাকিস্তানবাদী ভাবধারা প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নিয়েছে। স্বাধীনতা বিরোধী সন্ত্রাসী শক্তির এসব অপতৎপরতা প্রকাশ্যে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। এসব কারণে জামায়াত-শিবিরের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী তৎপরতা সম্পর্কে খালেদা সরকারের রহস্যময় নীরবতা জনমনে নানা প্রশ্নের উদ্রেক না করে পারে না।

প্রশাসনের নির্লিপ্ততার সুযোগে শিবিরের সশস্ত্র পান্ডারা এবার ছাত্রীদের হলগুলোর দিকেও হাত বাড়িয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকার খবরে প্রকাশ, চাদরে ঢাকা পিস্তল ও ছুরি-কিরিচ সজ্জিত শিবির কর্মীরা গত ৯ই মার্চ সকাল ৭টায় জোর করে শামসুন্নাহার হলের (পুরাতন) ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং ছাত্রীদের রুমের সামনে গিয়ে অস্ত্র উঁচিয়ে হুমকি প্রদান করে। ফলে হলের আবাসিক ছাত্রীদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা '৭১-এর ঘাতক গোলাম আযমের বিচারের দাবীতে দেয়ালে লাগানো সকল পোষ্টার ছিঁড়ে ফেলে। কয়েকজন ছাত্রী এর প্রতিবাদ করলে শিবির কর্মীরা পিস্তল ও কিরিচ উঁচিয়ে তাদের ধাওয়া করে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নাকের ডগাতেই ছাত্রীদের হলে শিবিরের সশস্ত্র মাস্তানদের হামলা চলেছে। কর্তৃপক্ষের নীরব সম্মতিতেই শিবির কর্মীরা ছাত্রীদের হলে ওই সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছিল- এ ধরনের মন্তব্য কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন। এর সত্যাসত্য আমাদের জানবার বিষয় নয়। তবে আমরা এটা উপলব্ধি করতে পারছি যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নীরব সম্মতি ছাড়া শিবির কর্মীরা এ ধরনের সশস্ত্র মহড়া দিতে পারে না। তাছাড়া প্রশাসনের মদদও তাদের পেছনে আছে কি-না সেটিও একটি বিস্ময়সূচক জিজ্ঞাসা।

33